# ফেডারেশন বার্তা

## নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

(A Bulletin of All India Federation of Bengali Buddhists)

বর্ষ ১০, সংখ্যা ৪০ ❍ অপ্পমাদ অমতং পদং, পমাদো মচ্চুনো পদং ❍ Website : www.aifbb.org ❍ নভেম্বর-২০১৯/২৫৬৩—বুদ্ধাব্দ


## আমাদের কথা

কয়েকদিন আগের ঘটনা। কলকাতার কোন এক বুদ্ধ মন্দিরে একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলছিল। বৌদ্ধ উপাসক/উপাসিকারা মন্দিরে এসেছে পুজা উপাচার নিয়ে। বিহারাধ্যক্ষ ভিক্ষু পূজা পরিচালনা করছেন। পূজা সমাপন হোল। যারা অষ্টশীল গ্রহণ করেছেন তারা এবার দ্বিপ্রাহরিক আহার গ্রহণ করবেন। তারই ব্যস্ততা চলছে। সেই ব্যস্ততায় বিষয়টা তখন কেউ খেয়াল করেনি। আহার সমাপনান্তে যখন সবাই পরস্পর বিশ্রান্তালাপে ব্যস্ত তখনই একজনের দৃষ্টিগোচর হোল। উপাসিকাদের মধ্যে একজন, তিনি খুবই শ্রদ্ধাবতী, নিষ্ঠার সাথে সব পূজা-অনুঠোনাদি পালন করে থাকেন, ভিক্ষু সঙ্ঘকে দান দক্ষিণা প্রদান করেন, তিনি একটি সাড়ী পরিধান করেছেন যার সারা অঙ্গে বুদ্ধের মুখ অঙ্কিত। প্রথম যিনি বিষয়টা লক্ষ্য করলেন তার মুখ থেকে স্বতঃপ্রণোদিত উক্তি বের হয়ে এলো 'একি তুমি এটা কি সাড়ী পরে এসেছো?' তার কথায় সকলে বিষয়টা নজর করল। 'সত্যিই তো এ কি সাড়ী তুমি পরেছো?' ভদ্র মহিলা বুঝতেই পারেননি তিনি কি ভুল করেছেন। বরং বুদ্ধের মুখ আঁকা সাড়ী তাকে আকর্ষিত করেছিল। নতুনত্বের চমকের দিকটাই তিনি ভেবেছিলেন। অন্য বিষয়টা তার মাথাতেই আসেনি। ভীষণ লজ্জা পেয়েছিলেন।

আজকের বাণিজ্যিক দুনিয়ায় বুদ্ধ একটি বিক্রয়যোগ্য আইটেম। বড় বড় মানুষের ড্রইংরুমে বুদ্ধের একটি মূর্তি যদি না থাকে তো তার আভিজাত্য খোলেনা। এইরকম একটা মোনভাব এখন চালু রয়েছে। শহরের গিফ্ট সপ্‌গুলিতে বহু সুন্দর সুন্দর বুদ্ধ মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। যার দাম খুব কম নয়। বিক্রীও বেশ ভালো। কারা কিনছে? পয়সাওয়ালা মানুষেরা তাদের গৃহ সজ্জার উপকরণ হিসেবে এর ব্যবহার করছে। কিন্তু ঐ মূর্তি পর্যন্তই। বুদ্ধের সম্বন্ধে তারা বেশী কিছু জানেনা। না তার জীবনী, না তার ধর্ম, না তার দর্শণ। জানবে কি করে? স্কুলের টেক্সট বইয়ে এখন আর বুদ্ধ পরানো হয়না, মনিষীদের জীবনী পড়ানো হয়না। এখন শুধু ছোট ছোট প্রশ্ন, আর টিক মারা উত্তর। ছাত্র জানবে কি করে?

সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. (দর্শন) বিভাগের পাঠ্যক্রমে 'বুড্ডিস্ট স্ট্যাডিস' একটা পত্র রাখা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কলেজে, যেখানে এম.এ. পড়ানো হয়, সেখানে পড়াতে গিয়ে জনৈকা অধ্যাপিকার এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছে। তিনি প্রথম দিন ক্লাশে গিয়ে ছাত্রদের প্রশ্ন করেছেন তোমরা বুদ্ধের সম্বন্ধে নিশ্চয় জানো। ছাত্র উত্তর দিয়েছে হ্যাঁ। খুব ভালো কথা। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের সম্বন্ধে জানবে সেটাতো ভালো।

*দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন*

**শুভ প্রবারণা উপলক্ষ্যে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।**

## পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবিরের ১১৯তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

বিগত ২৭শে জুলাই ২০১৯ ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার প্রথম সংঘরাজ পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবিরের ১১৯তম জন্মজয়ন্তী নানাবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে মধ্যকলকাতার পটারীরোডস্থ ধর্মাধার শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গনে উদ্‌যাপিত হল।

এই উপলক্ষে সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা হয় প্রত্যুষে পঞ্চশীল গ্রহণ ও বুদ্ধপূজার মধ্য দিয়ে। ভারত ও বাংলাদেশের শ্রদ্ধেয় বাইশ জন প্রাজ্ঞ ভিক্ষু ও শ্রমণ এবং অর্ধশতাধিক গৃহী উপাসক-উপাসিকার উপস্থিতিতে ধর্মাধার মহাস্থবিরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, স্মৃতিচারণ এবং সংঘদান কার্য সুসম্পন্ন হয়। সুস্বাস্থ্য রক্ষার মহৎ উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে ধর্মাধার ভবন প্রাঙ্গনে আয়োজন করা হয় একটি দাতব্য চিকিৎসার ব্যবস্থা। সেই সঙ্গে প্রায় বিনামূল্যে রক্ত পরীক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়।

সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের অন্তিম পর্বে ছিল 'একাদশ পণ্ডিত ধর্মাধার স্মারক বক্তৃতা' প্রদান। পণ্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি ড. ব্রহ্মান্ড প্রতাপ বড়ুয়া মহোদয়ের পৌরহিত্যে স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ তথা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "বৌদ্ধ বিদ্যা শাস্ত্র অধ্যায়ন" বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা, প্রাক্তন অধ্যাপিকা (ড.) মণিকুন্তলা হালদার দে। মুখ্য ধমালোচক রূপে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট বিদর্শন শিক্ষক শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির মহোদয়।

আলোচ্য স্মারক বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল। 'বঙ্গীয় বৌদ্ধ শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায়।' অধ্যাপিকা ড. মণিকুন্তলা হালদার দে তাঁর স্মারক বক্তৃতায় কেবল মাত্র বৌদ্ধ শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ না করে তিনি সমগ্র বঙ্গের শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায়ের উত্থান, তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবন যাত্রার কথাও উল্লেখ করেছিলেন। বঙ্গীয় বৌদ্ধশ্রেষ্ঠী সম্প্রদায় ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে কি ভাবে ধর্মচর্চা তথা ধর্মচর্যা কে জীবনের অঙ্গে পরিণত করেছিল তার একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন, তাঁর সুস্পষ্ট ও পরিশিলিত বক্তব্যের মাধ্যমে। প্রায় দুইশতের অধিক শ্রোতা এই আলোচনা সভায় উপস্থিত হয়ে আলোচনা সভাকে আরো মনোগ্রাহী করে তুলেছিল।

**নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠনের পক্ষ থেকে আন্তরিক আবেদন আমাদের প্রকাশনা ফাণ্ডে অনুদান দিয়ে সাহায্য করুন।**

*আমাদের কথা* ১ম পাতার পর

কিন্তু তারা কতটুকু জানে পরীক্ষা করতে গিয়ে তার চক্ষু ছানা-বড়া। একজন ছাত্র বলছেন তিনি একজন বিদেশি 'গড'। কি অবস্থা! এম.এ. ক্লাশের ছাত্রর কাছ থেকে এই উত্তর? প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির অর্ধেকেরও বেশীটা জুড়ে রয়েছে বুদ্ধের কথা। কলকাতা যাদুঘরের এক তৃতীয়াংশ অংশ জুড়ে শুধুই বুদ্ধের মূর্তি আর অন্যান্য স্মৃতি চিহ্ন। তার প্রতিফলন এইরকম? আমাদের দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির হাল এইরকম? ভাবা যায়?

আমাদের রাজ্যের সাংস্কৃতিক জগতের আরেকটি পুর্বালোচিত বিষয় প্রসঙ্গে এখন স্মরণ করা যাক। বেশ কয়েক বছর আগে বাংলা চলচিত্র পরিচালক অঞ্জন দত্তের একটি ছবি কলকাতায় রিলিজ করেছিল। নাম 'বং কানেকশন'। সেই সিনেমায় একটি গান ছিল যার দুইটি লাইন এইরকম। 'তুমি না থাকলে বেচত বিড়ি গৌতম বুদ্ধ'। কি ভয়ানক কথা! ভগবান বুদ্ধকে কোন পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছে একবার ভাবুন। বিষয়টিতে বৌদ্ধ মানসিকতা ভীষন ভাবে আহত হয়েছিল। তাদের মধ্যে কেউ একজন মাইনরিটি কমিশনে অভিযোগও দায়ের করেছিল। মাইনরিটি কমিশন অঞ্জন দত্তকে তাদের দপ্তরে ডেকে পাঠিয়েছিল। তার জাবব তলব করেছিল। সব শুনে অঞ্জন দত্ত উত্তর দিয়েছিলেন গানটিতে তিনি ভগবান বুদ্ধের কথা বলতে চাননি। তিনি বলতে চেয়েছিলেন চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষ ও চিত্র পরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর কথা। তিনি লিখত ভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। এখন আপনারা ভাবুন 'গৌতম' এবং 'বুদ্ধ' শব্দ দুইটি যখন যৌথ ভাবে উচ্চারিত হয়। তখন সেটি কাকে বোঝায়? এরপর কি আর অঞ্জন দত্তকে একজন বুদ্ধিজীবী বলে মনে হয়, না মনে হয় একজন স্বল্পবুদ্ধি আহাম্মক? আসলে গৌতম বুদ্ধের সম্বন্ধে তার কোন ধারনা নেই।

তাহলে দেখা যাচ্ছে গৌতম বুদ্ধ যে একজন মহিমা মন্ডিত ব্যক্তি এই বিষয়ে সকলেই একমত। কিন্তু তাঁর মহিমার তল তাদের জানা নেই। যাঁরা সেটা জানতেন তারা সশ্রদ্ধ চিত্তে তা স্বীকার করেছেন। যেমন ভারতীয় সংস্কৃতির পুরোধা পুরুষ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি তো তাঁকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছেন। তাঁর লেখার ছত্রে ছত্রে বুদ্ধের দর্শন প্রতিফলিত। গীতাঞ্জলি কাব্য গ্রন্থটির প্রতিটি কবিতাই বুদ্ধদর্শণে সিক্ত। বিশ্ব দরবারে তা সকলের মন জয় করে নিয়েছে। কিন্তু যারা তাঁর দর্শন জানেনা, তারা তাঁকে কিভাবে উপলব্ধি করবে? বুদ্ধের মহিমার সম্যক ধারণা মাত্র তাদের হয়েছে। তাই বুদ্ধের মহিমায় নিজেকে আলোকিত করার সস্তা মানসিকতায় তারা তাদের অফিসে অথবা ড্রইং রুমে অথবা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে বুদ্ধের মূর্তি স্থাপন করছে। তা সেই প্রতিষ্ঠান একটি রেস্টটিউরেন্ট হোক অথবা বিউটী পার্লার, জুতোর দোকান অথবা অন্য কিছু, তাদের কিছুই যায় আসেনা। কি করে যাবে আসবে? বুদ্ধের সম্বন্ধে তাদের তো বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। সারা বিশ্বের বুদ্ধ অনুরাগী মানুষ যতই আহত হোক তার কারণ এদের উপলব্ধির বাইরে। এই বিষয়টি অনুধাবন করেই সেই মহান পুরুষ তার নিজের মূর্তি নির্মাণ করতে নিষেধ করে গিয়েছিলেন। সেই নিষেধ তার অনুগামীরা দীর্ঘ সময় মেনেও চলেছিলেন। তারপর ধীরে ধীরে তা শিথিল হোল। বুদ্ধ অনুরাগী মানুষ নিজেদের আবেগ মিশিয়ে বুদ্ধের মূর্তি নির্মাণ শুরু করেদিল। আজ দুই হাজার পাঁচ শত বছর পার করে এসে আমরা এই ফল প্রত্যক্ষ করছি।

বর্তমান সমাজে বুদ্ধ এখন আর শুধুমাত্র একজন দার্শনিক প্রবক্তা নন। তিনি এখন একটি বহুমূল্য ব্যবসায়িক অনুষঙ্গ। বৌদ্ধ মন্দির অথবা তীর্থ ক্ষেত্র গুলিতে গেলে বুদ্ধের নামের এমন বহু ব্যবহার আমাদের চোখে পরবে। যেমন বুদ্ধ সেলুন, বুদ্ধ সুইটস, বুদ্ধ মিট সপ, গৌতম বুদ্ধ টুরিস্ট সেন্টার, বুদ্ধ গ্রসারী, ইত্যাদি ইত্যাদি। শুধুকি তাই, বিভিন্ন বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলি যেসব পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করে তাদের প্রচ্ছদেও দেখি বুদ্ধের মুখ আঁকা থাকে। বুদ্ধের মুখের সৌন্দর্য অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু তার বদলে বুদ্ধের প্রতীক চিহ্নের ব্যবহার কি আরও বেশী যুক্তিযুক্ত নয়? বুদ্ধ আবেগের অতিরিক্ত তাড়নায় তাড়িত হয়ে স্বঘোষিত বৌদ্ধ ব্যক্তিত্ব নিজেকে নেতৃত্বের আসনে বসিয়ে নানারকম অদ্ভুত দাবী উদ্ভাবন করছে। যেমন কোন একটি মেট্রো স্টেশনের নামের সাথে বুদ্ধ নামটি যুক্ত করত। কিন্তু এতে কোন্ বিষয়টি সার্থক হবে? তার চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ কি এটি নয় যে দেশের মানুষ বুদ্ধকে বিদেশী রাষ্ট্রের 'গড' না ভেবে তাকে সঠিক ভাবে অনুধাবন করুক। বুদ্ধপূর্ণিমার দিনে বুদ্ধমন্দিরে ইলেকশন বুথ তৈরি করে সাধারণ বৌদ্ধদের পুজা অর্চনায় ব্যাঘাত ঘটাক?

মহামতি বুদ্ধ তার দর্শন এই স্বল্প ধী মানুষের জন্য প্রচার করতে চাননি। তিনি অনুধাবন করেছিলেন এইসব স্বল্প ধী মানুষেরা তার ধর্ম উপলব্ধি করতে পারবেনা। তাদের অনেকেই কল্পিত ভাবনায় ধর্মটাকে রঞ্জিত করবে। কিন্তু অনুরাগী হয়ত পারে, কিন্তু অনুগামীও পাবে। সঙ্ঘভেদ হবে, ধর্মভেদ হবে। এইসব পরিস্থিতিতে একশৃঙ্গ গন্ডারের মতন একাকী বিচরণের কথাও তিনি বলে গেছেন। তিনি বলে গেছেন নিজের বিচার শক্তিকে জাগ্রত করে সেই বিচারবোধে সমগ্র বিষয়টাকে প্রত্যক্ষ করতে। এবং তারপর শিক্ষা গ্রহণ করতে।

চার পাশের স্বল্পবুদ্ধির এই বিশাল জনসমাজের অজ্ঞানতা প্রসূত কাজকর্মে বিভ্রান্ত না হয়ে অল্পসংখ্যক সমমনস্ক মানুষের সংস্পর্শে বাস করা, নতুবা ঐ একশৃঙ্গ গন্ডারের মতন একাকী বিচরণ করায় মনে হয় বেশি স্বস্তি।

---

## গুজরাতে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেন ৫০০ দলিত

**আমেদাবাদ, ১০ অক্টোবর:** ওঁরা কেউ প্রভাবিত হয়েছে বি আর আম্বেদকরকে দেখে। কেউ আবার অতিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন হিন্দুধর্মের বর্ণবৈষম্যর বাড়বাড়ন্ত দেখে। অতএব সিদ্ধান্ত ধর্মত্যাগের। গুজরাতের কমপক্ষে ৫০০ জন দলিত বিজয়া দশমীর দিন নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করে গ্রহণ করলেন বৌদ্ধধর্ম।

সংখ্যাটা মোটেই কম নয়। একশো, দু'শো নয়। কমপক্ষে ৫০০ দলিত স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলেন বৌদ্ধধর্ম। গুজরাতের আহমদাবাদ, মেহসানা ও ইদরের মতো ৩টি ভিন্ন জায়গা থেকে এসে তাঁরা গ্রহণ করেন এই ধর্ম। প্রথম অনুষ্ঠানটি হয় পশ্চিম আহমদাবাদের রাখিয়াল এলাকায় গুজরাত বুদ্ধিস্ট অ্যাকাডেমিতে। অ্যাকাডেমির সচিব রমেশ বানকের জানান, যারা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেন তাঁদের মধ্যে ১৪৮ জনই হিন্দু।

প্রশ্ন হল, ধর্ম পরিবর্তনের এই সিদ্ধান্ত কেন? বন্দনা পার্মারের বক্তব্য, 'আমি ও আমার পরিবার বৌদ্ধধর্মে প্রভাবিত হয়েছি বি আর আম্বেদকরের থেকে। বৌদ্ধধর্ম ও আম্বেদকরের যে সাম্যর ওপর মতাদর্শ, সেটি আমাকে ও আমার পরিবারের ওপর প্রভাব ফেলে। এরপরই আমি, বাবা-মা ও ভাই বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই।' তিনি আরও বলেন, 'আমার পরিবারের হিন্দুধর্মের ওপর খুবই আসক্তি ছিল। নবরাত্রিতে বাবা উপোস করতেন। বাবাও উপোস করা ছেড়ে দিয়েছিলেন। এমনকী দিওয়ালিতেও আনন্দ করি না। হিন্দুধর্মে দলিতদের প্রতি যে বাছবিচার, তা দেখেই আমরা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিই।' তবে এর সঙ্গে তাঁর সংযোজন, যাদের হিন্দুধর্মের প্রতি আস্থা আছে, তাদের আমরা কখনোই বাধা দিই না।' ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণ জানিয়েছেন আহমদাবাদের নবরংপুরা এলাকার বাসিন্দা বিজয় বাঘেলা। তিনি বলেন, 'বৌদ্ধধর্মের মূল নীতিই হল সাম্য। মূলত, এই নীতিই আমাকে আকৃষ্ট করে। পৃথিবীতে এমন কোনও ধর্ম নেই (ব্যতিক্রম হিন্দুধর্ম) যেখানে বর্ণ-বৈষম্য আছে। হিন্দুধর্মে একতার কথা বলা হয় নির্বাচনের সময়। ভোট মিটে গেলেই ফের দলিতদদের ওপর বৈষম্য।'

## প্রয়াত পন্ডিত ভদন্ত সত্যপ্রিয় মহাস্থবির

বিগত ৪ঠা সেপ্টেম্বর ২০১৯, বাংলাদেশ ভিক্ষু মহাসভার সহ-সভাপতি তথা "রামু কেন্দ্রীয় সীমা মহাবিহারের" অধ্যক্ষ, অগ্গমহাসদ্ধম্মজ্যোতিকধ্বজা শ্রীমৎ সত্যপ্রিয় মহাস্থবির শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৩০ সালের ১০ই জুন তিনি বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলা অন্তর্গত ফতেখাঁরকুল ইউনিয়নের মেরংলোয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল হরকুমার বড়ুয়া এবং মাতা প্রেমময়ী বড়ুয়া। দীর্ঘ সময়কালব্যাপী তিনি বৌদ্ধ সমাজকে ধর্ম ও বিনয়ের শিক্ষা দানে লিপ্ত ছিলেন। তাঁর এই নিরলস কর্মকুশলতার মাধ্যমে তিনি বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজের চোখে একজন আদর্শ সাঙ্ঘিক ব্যক্তিত্বরূপে পরিচিত ছিলেন। বাংলাদেশের "কালচারাল হেরিটেজ" রক্ষায় তাঁর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০১৫ সালে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে "একুশে পদক" প্রদান করে। তিনি সেদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বিভিন্ন দেশে বৌদ্ধ প্রতিনিধিরূপে সফর করেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তিনি বহু নিরাশ্রয় মানুষকে "সীমা বিহারে" আশ্রয় দিয়ে মানবতার এক উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করেন। এই কাজে পাক সেনাবাহিনীর বিরোধিতা তাঁকে নিজ লক্ষ্য থেকে দূরে রাখতে পারেনি। ২০১২ সালে বাংলাদেশে দাঙ্গা পরবর্তী সময়ে তাঁর উদ্যোগে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পুনঃস্থাপন বিশেষ কার্যকরী হয়। আজ আমরা সশ্রদ্ধ চিত্তে এই মহান সাঙ্ঘিক ব্যক্তির প্রতি বন্দনা জ্ঞাপন করছি এবং তাঁর নির্বান শান্তি কামনা করছি।

## All Indian Federation of bengali Buddhists-এর ৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা

বিগত ২৮শে সেপ্টেম্বর ২০১৯ শনিবার অপরাহ্ণ ৫.০০ ঘটিকায় ৫০ আর/১এ, পন্ডিত ধর্মাধার সরনীস্থ (পটারী রোড), কলকাতা-১৫ সংগঠনের নিজস্ব অফিসে "নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন" তথা All India Federation of bengali Buddhists -এর ৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ২০১৮-২০১৯ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবর্ষের আয়-ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব পেশ তথা অনুমোদিত হয়। এ ব্যতীত বর্তমান সময়ে বাংলাভাষী বৌদ্ধদের নানাবিধ সমস্যা, যথা---সরকার প্রদত্ত সংসাপত্র প্রাপ্তি সম্পর্কিত সমস্যাা, যুবক-যুবতীদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে অসুবিধা প্রমুখ নানাবিধ বিষয় সভায় আলোচিত হয়। উপস্থিত সকলে এই আশাপোষণ করেন যে, সংগঠন আলোচিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হবে এবং সমাধানের ক্ষেত্রে উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করবে। এই সভার মাধ্যমে ৩০ সদস্যর সাধারণ পরিষদ গঠিত হয় ২০১৯-২০২২ কার্যকালের জন্য।


### ফেডারেশন বার্তার কর্মসমিতি

**প্রধান উপদেষ্টা**—ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া, **সম্পাদক**—শ্রী আশিস বড়ুয়া, **সহ-সম্পাদক**—ড. সুমনপাল ভিক্ষু, **সদস্যবৃন্দ**—শ্রী অমূল্য রঞ্জন বড়ুয়া, শ্রী আশীষ বড়ুয়া, শ্রীমতি রীতা বড়ুয়া, শ্রী শুভাশীষ বড়ুয়া, **প্রকাশক**—ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া, **সাধারণ সম্পাদক**—নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন।


## বিদর্শন ভাবনা শিবির

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিদর্শন আচার্য সত্যানারায়ণ গোয়েঙ্কাজির অনুমোদিত সোদপুরের 'ধর্মগঙ্গায়' আগামী তিনমাসের দীর্ঘ এবং স্বল্প মেয়াদি ধ্যান শিবিরের সময় সারণী নিম্নরূপ—

**দশদিনের ধ্যান শিবির**—

৩০ অক্টোবর—১০ নভেম্বর, ২০১৯
১৩-২৪শে নভেম্বর, ২০১৯
২৯ নভেম্বর- ৮ ডিসেম্বর, ২০১৯
১১-২২ ডিসেম্বর, ২০১৯
২৫ ডিসেম্বর - ৫ জানুয়ারী, ২০২০
৮-১৯ জানুয়ারী, ২০২০
২২ জানুয়ারী - ২ ফেব্রুয়ারী ২০২০

**এক দিনের ধ্যান শিবির**—

১০ই নভেম্বর, ২০১৯
২৪শে নভেম্বর, ২০১৯
৮ই ডিসেম্বর, ২০১৯
২২শে ডিসেম্বর, ২০১৯

**শিশু ধ্যান শিবির**—

২৪শে নভেম্বর, ২০১৯
২২শে ডিসেম্বর, ২০১৯

যোগাযোগ ঃ ফোন- ০৩৩-২৫৫৩ ২৮৫৫, ২২৩০ ৩৬৮৬, ২৩৩১ ১৩১৭
e-mail : info@ganga.dhamma.org

## কলকাতাস্থ বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের উদ্যোগে ১০ দিনের বিপাস্যনা শিবির

বিগত ০১-১২ আগস্ট ২০১৯ কলকাতাস্থ বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রে আয়োজিত হয় একটি দশদিনের আবাসিক বিপাস্যনা ধ্যান শিবির। এই শিবিরে ভিক্ষু, শ্রমণ এবং উপাসক ও উপাসিকাসহ সর্বমোট ২৪ জন আবাসিক ধ্যানী অংশগ্রহণ করেন। যার মধ্যে ১৩ জন মহিলা ও ১১জন পুরুষ শিক্ষার্থী ছিলেন। কেন্দ্রের অধ্যক্ষ তথা বিশিষ্ট বিদর্শন ভাবনার শিক্ষক শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহোস্থবির শিবিরটি পরিচালনা করেন। বর্তমান সময়ে মানুষ যখন নানাবিধ মানসিক ও শারিরিক প্রতিকূলতার মধ্যে জীবনধারণ করছেন, সেই সময়ে বুদ্ধ প্রদর্শিত এই বিদর্শন ভাবনা মানুষকে চিন্তামুক্ত এক সুস্থ আনন্দময় জীবন উপহার দান করেন বলে শিবিরে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা মত প্রকাশ করেন।

## জীবনাবসান

দক্ষিণ কলকাতার হরিদেবপুরের বি ৯৮/১, সুকান্ত পল্লীর নিজস্ব বাস ভবনে "নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠনের" দরদি আজীবন সদস্য রঞ্জিত কুমার বড়ুয়া দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর গত ৪ঠা অক্টোবর স্বজ্ঞানে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। তিনি কর্মজীবন শুরু করেন নয়াদিল্লীস্থ রেলওয়ে আফিসে টাইপিষ্ট হিসাবে। সেখানেই তিনি সমাজ সেবা মূলক কাজে লিপ্ত হন। পরবর্তী কালে তিনি কলকাতায় বদলী হয়ে আসেন।

মৃত্যুকালে তিনি রেখে যান আপন স্ত্রী, ১ পুত্র, ১ কন্যা এবং বন্ধু-বান্ধব ও পরিজনকে। তাঁর পিতা সুখেন্দু বিকাশ বড়ুয়া ছিলেন বৌবাজারের ব্যবসায়ী। আমরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করছি।

# বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যায়ন কর্মশালার জনপ্রিয়তা অব্যাহত চতুর্থ বৎসরেও

মানবমনে প্রতি মুহূর্তে হাজার হাজার প্রশ্নের উত্থান ঘটে। তার কোনটির আমরা উত্তর পাই। আবার কোনটি হারিয়ে যায় মনের অতল অন্ধকারে। ভগবান বুদ্ধছাড়া এই পৃথিবীতে সমস্ত প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া বা জানা (কি, কেন, কোথায়, কখন, কি ভাবে ইত্যাদি) হয়ত কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভবপর নয়। তবুও কিছু জিজ্ঞাসু মনের উত্তর দেওয়া সম্ভব হলে ভালই লাগে। নিজের আত্মতুষ্টি হয়। বৌদ্ধ জগতের এমনই কিছু জানা-অজানা বিষয় নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে মধ্যকলিকতাস্থ পন্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি "বৌদ্ধ অধ্যয়ন বিষয়ে" একটি কর্মশালার আয়োজন করেছিল ধর্মাধার শতবর্ষ ভবনের শ্রেণীকক্ষে। সময়কাল ছিল দীর্ঘ একমাস ১৭ই আগস্ট ২০১৯ থেকে ৮ই সেপ্টেম্বর ২০১৯ (প্রতি শনিবার ও রবিবার দুপুর ৩.৩০ মি.—সন্ধ্যা ৫.৩০ মি.)। বিগত তিন বৎসরের সাফল্যের পর এটি ছিল বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যায়ন কর্মশালার চতুর্থ বৎসর। আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে শুরু করে দীর্ঘ তিন মাস ধরে চলে বৌদ্ধদের অতিপবিত্র এবং তাৎপর্যপূর্ণ বর্ষাবাস, এই বর্ষাবাসের সময়কালের উত্তম রূপ ব্যবহার করার উদ্দেশ্যেই বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন কর্মশালার আয়োজন। জিজ্ঞাসু মনের কিছু অজানা প্রশ্নের উত্তর তো দেওয়া যাবে।

নির্ধারিত অনুষ্ঠান সূচি অনুসারে ১৭ই আগস্ট শনিবার ড. ভদন্ত রতনশ্রী মহাস্থবিরের পৌরহিত্যে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যায়ন কর্মশালার সূচনা হওয়ার কথা ছিল। বিষয় ছিল 'মহাপরিনির্বান সূত্র'। কিন্তু বাধ সাধল প্রকৃতি। মার রূপে আর্বিভাব হল ঘন কালো মেঘের ছায়া। প্রচন্ড বৃষ্টিতে কলকাতা সহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ একেবারে কাক ভেজা। শহরের অলিতে-গলিতে দাঁড়িয়ে পড়েছে হাঁটু সমান জল, যান চলাচল ব্যহত হওয়ায় বন্ধ রাখতে হল প্রথম দিনের পাঠ। দ্বিতীয় দিন রবিবার নির্ধারিত সময়ে শুরু হল নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি। বিষয় নির্ধারিত হয়েছিল 'সংস্কৃত গ্রন্থে বর্ণিত বুদ্ধের মহাপুরুষ লক্ষণ'। অভিজ্ঞ শিক্ষক ড. সুধাকর মিশ্র তাঁর জ্ঞানের ভান্ডার উজার করে দিয়ে ভগবান বুদ্ধের মহান রূপ তুলে ধরলেন ছাত্র-ছাত্রী তথা জিজ্ঞাসু মনের সামনে।

উক্ত কর্মশালার পরবর্তী দিনগুলির শিক্ষক শিক্ষকা মন্ডলী ও তাঁদের আলোচ্য বিষয়সূচী নিম্নে বর্ণিত হল—

**Program List :**

**Day-1 (17-08-2019) Saturday :**
**Mahaparinibbana :**
By Ven. (Dr.) Ratanasree Mahasthavir;
Bhikkhu-in-Charge, Benuban Vihara, Dum Dum Cantt.

**Day-2 (18-08-2019) Sunday :**
**Mahapurusha Lakshana of Buddha as expressed in Sanskrit text.**
By Dr. Sudhakar Mishra; Asst. Professor
Sri Sitaram Vaidic Adarsha Sanskrit Mahavidyalaya

**Day-3 (24-08-2019) Saturday :**
**Pudgal in Abhidhamma.**
By Dr. Paiyali Chakrobarty; Asst. Professor
Dept. Of Buddhist Studies, Calcutta University

**Day-4 (25-08-2019) Sunday :**
**Introduction of Buddhist Art and Architecture.**
By Prof. (Dr.) Durga Basu; Faormer Professor
Dept. Of Archeology, Calcutta University

**Day-5 (31-08-2019) Saturday :**
**Buddhist sects in Tibet.**
By Dr. Bandana Mukherjee; Research Officer, Asiatic Society.

**Day-6 (01-09-2019) Sunday :**
**An overview of four Buddhist philosophical schools.**
By Dr. Kuheli Biswas; Asst. Professor
Dept. Of Philosophy, Kalyani University.

**Day-7 (07-09-2019) Saturday :**
**Concept of Bodhisattvas with the essence of paramitas** (Theravada as well as Mahayana).
By Dr. Saheli Das; Guest Faculty
Dept. Of Buddhist Studies, Calcutta University.

**Day-8 (08-09-2019) Sunday :**
**Satipatthana Sutta.**
By Ven. Buddharakkhita Mahasthavir

গত ৮ই সেপ্টেম্বর ২০১৯, বৌদ্ধ চর্চা বিষয়ক এই কর্মশালার সমাপন দিবস উপস্থিত হয়। বিদায় সম্ভাষণমূলক সভায় প্রধান বক্তার আসন গ্রহণ করেন পটারীরোডস্থ বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের আচার্য ভদন্ত বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির। আলোচ্য সভার সভাপতিত্ব করেন পন্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি ড. ব্রহ্মান্ড প্রতাপ বড়ুয়া মহাশয়। বৌদ্ধ অধ্যয়ন চর্চার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শিক্ষার্থীগণ একমাস ব্যাপী এই কর্মশালায় তাদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়।

দীর্ঘ একমাস ধরে চলা (মোট আট দিন) উক্ত কর্মশালার শিক্ষার্থীর উপস্থিতির গড় ছিল ২৫ জন এবং একদিনের উপস্থিতির হিসাবে সর্বোচ্চ ৩২ জন শিক্ষার্থী ছিলেন। বয়সের নিরিখে ১০ থেকে ৮০ বৎসর বয়স্ক শিক্ষার্থীও পরিলক্ষিত হয়। রিষড়া, সাঁত্রাগাছি, হাবড়া, শ্যামনগর, জয়নগর প্রভৃতি দূরবর্তী স্থান থেকেও শিক্ষার্থীরা এই আলোচনা সভায় উপস্থিত হয়েছিল।

বর্ষাবাস চলাকালীন সময় 'পন্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সদস্যদের এইরূপ এক শিক্ষামূলক প্রচেষ্টাকে অন্তরের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বাগত জানাই। বিশেষতঃ শ্রদ্ধেয় ভদন্ত শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির, ড. ব্রহ্মান্ড প্রতাপ বড়ুয়া, সম্পাদক ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া, শ্রদ্ধেয় শ্রী দীপক চৌধুরী মহিলা ফোরামের নেত্রী শ্রীমতি কাজরী বড়ুয়া, শ্রীমতি সুষমা বড়ুয়া ও অন্যান্য সদস্যদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ছিল চোখে পড়ার মত। এ যেন এক ভিন্ন উপায়ে সমাজ সেবা।

সর্বশেষে বৌদ্ধ বিদ্যা অধ্যায়ন শিবিরের দীর্ঘ যাত্রা কামনা করি। রইল শুভেচ্ছা বার্তা। (প্রতিবেদক—বন্দনা শীল ভট্টাচার্য)


## বিবাহ যোগাযোগ কেন্দ্র

বাঙালী বৌদ্ধ পাত্র-পাত্রীর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য
ও ফটো দিয়ে নাম নথিভুক্ত করুন।

**যোগাযোগের সময় ঃ** প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ৬-৮টা পর্যন্ত।

**স্থান ঃ বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র**

৫০টি/১সি, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারী রোড), কলকাতা-১৫

বিশেষ প্রয়োজনে ক্যাপ্টেন ক্ষিতীশ রঞ্জন বড়ুয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ফোন নং ৮৯০২৭০৬০৪৭

ব্লক-টি, ফ্ল্যাট-১, ৪০/১, ট্যাংরা হাউসিং স্টেট, কলকাতা-১৫

## বুদ্ধ চরণে আম্বেদকর স্মরণে

### ১৪ই অক্টোবর ঐতিহাসিক দিবস উদ্‌যাপন

মধ্য কলকাতার গণেশ চন্দ্র এভিন্যুতে সুবর্ণ বণিক সমাজ হল ঘরে বৌদ্ধ মহামিলন সংঘ ও অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে ঐতিহাসিক ১৪ই অক্টোবর দিবসটি সদ্ধম্মে প্রত্যাবর্তন তথা বৌদ্ধ ধম্মের পুনর্জাগরণের সূচনা দিবস হিসাবে অনুষ্ঠিত হল। মূল নিবাসী মুক্তিসূর্য বাবাসাহেব ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকর ১৯৫৬ খ্রীঃ ১৪ই অক্টোবর নাগপুরে (যা এখন দীক্ষাভূমি নামে খ্যাত) ৫ লক্ষ্যাধিক বৌদ্ধ ধম্মে প্রত্যাবর্তনেচ্ছুক বিশাল অনুগামীদের উপস্থিতিতে কুশিনারার অশিতিপর মহাস্থবীর চন্দ্রমণির নিকট বৌদ্ধধম্মে দীক্ষিত হন। মহাস্থবীর চন্দ্রমণি বুদ্ধমূর্তির সামনে আনত-মস্তক ড. আম্বেদকরকে পালিভাষায় ত্রি-শরণ ও পঞ্চশীল পাঠ করান। এই পুনর্জাগরণের গরীমাপূর্ণ সাড়াজাগান দিনটিকে স্মরণীয় বরণীয় করবার জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আম্বেদকরবাদী বুদ্ধানুরাগী প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত হয়ে সাফল্যমন্ডিত করে তোলেন। সকাল সোয়া এগারটা থেকে বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত সভার কাজ চলতে থাকে। দুপুরে আহারের ব্যবস্থা ছিল। মতিঝিল, পটারী রোড বুদ্ধ বিহারের শ্রদ্ধেয় ভান্তে সত্যশ্রী বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির বুদ্ধ বন্দনা করেন এবং সভার কর্মসূচী কিছুক্ষণ চলার পর পৌনে একটায় ইনি সত্যশ্রী রতনশ্রী ভান্তেকে সঙ্গে নিয়ে বৌদ্ধ ধম্মে পুনরাগমনে ইচ্ছুক আগত ব্যক্তিবর্গকে ত্রি-শরণ ও পঞ্চশীল নীতি পাঠ করান। উপস্থিত সকলেই একযোগে ভান্তেজীর সঙ্গে বুদ্ধ ধম্ম ও সংঘের ত্রি-শরণ এবং হত্যা, চৌর্যবৃত্তি, মিথ্যাভাষন, অসংগত যৌনজীবন ও মদ্যপান থেকে বিরত থাকার পঞ্চশীল নীতি পাঠ করেন। সভায় উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন সভার সভাপতি তপন কুমার মন্ডল, সাধারণ সম্পাদক অরুন বড়ুয়া (শ্রমণ বিনয় রক্ষিত), ভান্তে রতনশ্রী, ভান্তে নিত্যানন্দ, কর্ণেল সিদ্ধার্থ ভাবে, তারারাম মেহেনা, সোহন সিং, হারান সর্দার, সনৎ সর্দার, দিলীপ গায়েন, পীযূস গায়েন, গোকুল দাস, অধ্যাপক সুনীল কুমার সুমন, অধ্যাপক সুধাকর সর্দার, অধ্যাপক মিলন বিশ্বাস, সুধীর বিশ্বাস, খোকন ব্যাপারী, স্মৃতিকণা হাওলাদার, আরতি রায়, শিবানী বর্মন।

সভায় উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন স্মৃতিকণা হাওলাদার এবং উনার সঙ্গে সমবেত বুদ্ধ আম্বেদকর সংগীত পরিবেশন করেন শিবানী বর্মন, আরতি রায়। বৌদ্ধ মহামিলন সংঘের সভাপতি এবং আজকের সভার সভাপতি তপন মন্ডল স্বাগত ভাষণে সকলকে এই ঐতিহাসিক দিনে স্বাগত জানিয়ে বৌদ্ধ মহামিলন সংঘের প্রচেষ্ঠা, বাধা ও সাফল্যের ইতিহাস তুলে ধরেন। সারাভারতে বিশেষ করে পশ্চিম ভারতে হাজারে হাজারে বৌদ্ধ অনুরাগী ও আম্বেদকরবাদী সচেতন মূল নিবাসী মানুষ বৌদ্ধ এক্টিভিট্সদের উদ্যোগে খোলা মাঠে উপস্থিত হয়ে ত্রি-শরণ ও পঞ্চশীল নাতি পাঠ করে বছরের পর বছর সদ্ধম্মে প্রত্যাবর্তন করছেন, বাংলায় প্রতিবছর আম্বেদকর অনুরাগীবৃন্দ বা সংগঠন বুদ্ধজয়ন্তী করছেন। কিন্তু ব্যাপকভাবে বৌদ্ধ পুনর্জাগরণ বা বৌদ্ধ ধম্মের পুনরুত্থান করার কাজ সম্ভব হয়নি। বাংলায় এখন এই কাজের জাগরণ দেখা যাচ্ছে। মূল নিবাসী মানুষ আর অস্পৃশ্য, ঘৃণিত হয়ে থাকতে চায় না, তারা সাম্য, সমানাধিকারের আপন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পন্ন পরিচিত বা ধম্ম আইডেন্টিটি নিয়ে সম্মানের সঙ্গে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চায়। সমস্ত বাধা বিপত্তি তাকে ধৈর্যের সাথে অপসারিত করে এগিয়ে যেতে হবে। জাগ্রত মানবতার সকল প্রয়াসেও বিহারগুলির সত্যনিষ্ঠ ভিক্ষু, ভান্তেদের সহযোগিতায় আমরা এগিয়ে চলেছি।

বৌদ্ধ মহামিলন সংঘের প্রধান উদ্যোক্তা কর্ণেল সিদ্ধার্থ ভাবে উক্তদিনে ভোরবেলা বিমান যোগে মুম্বাই থেকে সরাসরি সভাস্থলে যথা সময়ে এসে পৌঁছান, তিনি সারা ভারতের রাজ্যগুলির বুদ্ধজাগরণের সঙ্গে বাংলার সদ্ধর্মের প্রত্যাবর্তনের কর্মসূচী চলতে থাকায় সচেতন সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান। সর্বভারতীয় নেতৃত্ব মান্যবর তারারাম মেহেনা, সোনহ সিং, অধ্যাপক সুনীল কুমার সুমন, অধ্যাপক সুধাকর সর্দার, অধ্যাপক মিলন বিশ্বাস, রামজিৎ রাম, বিনোদ রাম প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে বলেন, আমরা মূল নিবাসী ভারতীয়গণ বৌদ্ধিষ্ঠ ছিলাম। যারা আমাদের ঐতিহ্যপূর্ণ ধর্ম্মীয় আইডেন্টিটি ভুলিয়ে দিয়েছে তারাই দেশের শাসক রাজা। সাম্য মৈত্রী, স্বাধীনতার বাতাবরণ ধূলিসাৎ করে শোষণ বঞ্চনা নীপিড়ন, দাসত্বের শৃঙ্খলে বেঁধে হত্যা, খুন, ধর্ষণ, ভয়ের পরিমন্ডল তৈরি কর সম্পদ, সম্মানের ভোগদখল বংশ পরমপরায় কায়েম রেখেছে। বাবাসাহেব, ফুলে, কাশীরামজী যে কাজ শুরু করে দিয়ে গেছেন তাকে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ভান্তে নিত্যানন্দ ও ভান্তে রতনশ্রী বুদ্ধের মঙ্গল বানী, ধম্মদেশনা, পঞ্চশীল ও অষ্টাঙ্গিক মার্গ-এর বিভিন্ন পর্যায় পালনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করেন। ভুবনেশ্বর থেকে আগত ভান্তে নিত্যানন্দ বৌদ্ধ এবং কলকাতার বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার সভাপতি মাননীয় শ্রী হেমেন্দু বিকাশ চৌধুরী আজকের ঐতিহাসিক দিবসের গুরুত্ব সবাইকে বোঝানোর আহ্বান জানিয়ে বলেন যে, প্রতি বছর এমন সদ্ধম্মে প্রত্যাবর্তন অনুষ্ঠান করার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন গ্রাম্য এলাকায় এই কর্মসূচীর ব্যাপ্তি ঘটানো বিশেষ প্রয়োজন।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর সভা শুরু হলে প্রদীপ রায়, আরতি রায় ও দিলীপ গায়েনের তিনখানি পুস্তক আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়। সভার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সভা সঞ্চালন করেন প্রদীপ রায় মহাশয়, বিকাল পাঁচটায় সংঘের সহসভাপতি মান্য, শঙ্কর প্রসাদ রায় সভার সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

---

## ১৫-তম দালাই লামা

তিব্বতী বৌদ্ধরা তাদের গেলুগ সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মগুরুকে 'দালাই লামা' নামে অভিহিত করে। বর্তমান দালাই লামা হোল তাদের ১৪তম ধর্মগুরু। তাঁর নাম 'জেতসুন জামফেল নওয়াং লবসাং য়েসে তেনজিং গেয়াৎসো' বা সংক্ষেপে 'তেনজিং গেয়াৎসো'। জন্ম ৬ই জুলাই, ১৯৩৫। বর্তমান বয়স চুরাশি বছর। দালাই লামা তেনজিং গেয়াৎসো তাঁর পরবর্তী দালাই লামা সম্বন্ধে বলেছেন যে ভারতভূমি, যেখানে তিনি বিগত ষাট বৎসর ধরে অবস্থান করছেন, তাঁকে সেখান থেকে পাওয়া যেতে পারে। তিব্বতী বৌদ্ধরা বিশ্বাস করে যে বর্তমান দালাই লামা পরবর্তী দালাই লামা হিসেবে যার শরীরে আবির্ভূত হবেন তাকে চিহ্নিত করতে পারেন। পরবর্তী দালাই লামা সম্পর্কে বলতে গিয়ে— দালাই লামা তেনজিং বোয়াচেনা বলেছেন যে সম্ভবতঃ তিনি আর জন্মগ্রহণ করবেন না। আর যদি তিনি করেনও তাহলে তা সেই দেশেই হবে যেটা চিনের দখলে নয়।

সম্প্রতি বিহার ঝড়খণ্ড অঞ্চল থেকে প্রকাশিত 'প্রভাত খবর' সংবাদ পত্রের সংবাদ অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং ক্ষেত্রে বাসরত প্রেম বাংড়ী' নামে সপ্তম শ্রেণীতে পাঠরত এক বালককে তিনি ১৫তম দালাই লামা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বালক দার্জিলিং-এর অনন্তপুর জেলায় পুট্টপর্ত্রী সাঁই বাবা ট্রাস্ট দ্বারা পরিচালিত এক বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। বালকের মাতা-পিতার অনুমতি নিয়ে বালককে বিশেষ ভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বিগত দুই-তিন বছর থেকে ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সমাবেশে বালক লামাকে দেখা গিয়েছে। বিগত বছরে বুদ্ধগয়ায় অনুষ্ঠিত কালচক্র পূজায় বালক লামা যোগ দিয়েছিল। দালাই লামার জন্য নির্দিষ্টকৃত মঞ্চে বসে তাকে বক্তৃতা শুনতে দেখা গিয়েছিল। বালক লামাকে দালাই লামার ঘরে বহু সময় পাঠ নিতেও দেখা গিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে চতুর্দশ দালাই লামা মন্তব্য করেছিলেন যে পঞ্চদশ তম দালাই লামার আবির্ভাব ভারতের মতন এক স্বাধীন ভূমি থেকেই হতে পারে।

# শিক্ষা ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু (বৌদ্ধ) ছাত্র ও ছাত্রীদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা

আমরা কম বেশি সকলেই জানি যে, ভারতবর্ষে বসবাসকারী বৌদ্ধরা জনসংখ্যার বিচারে সংখ্যালঘু (Minority) সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। এই সংখ্যালঘু হওয়ার বিচারে সমস্ত রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অধ্যায়নরত বৌদ্ধ ছাত্র ও ছাত্রীরা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে। এই লেখাতে প্রধানত পশ্চিমবঙ্গ সরকারও কেন্দ্রীয় সরকারের সংখ্যালঘু সম্পর্কিত সুযোগ সুবিধা নিয়ে আলোচনা করা হবে। এই আলোচনার পূর্বে সংখ্যালঘু সম্পর্কিত কিছু তথ্য আমাদের জেনে রাখা দরকার।

জনসংখ্যার বিচারে ভারতবর্ষে সংখ্যালঘু বলতে প্রধানত ছয়টি ধর্মের মানুষদের বোঝানো হয়ে থাকে, যথা—বৌদ্ধ, মুসলিম, খ্রিষ্টান, শিখ, জৈন পার্সি। ২০১১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী ভারতবর্ষে বসবাসকারী বৌদ্ধদের জনসংখ্যার পরিসংখ্যান হল মাত্র ৮৪৪২৯৭২ জন (তথ্য National Commission for Minorities)। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী বৌদ্ধদের সংখ্যা হল ২৪২৮৯৮ জন। এইবার সুযোগ সুবিধা বিষয় নিয়ে আলোচনায় আসা যাক্।

প্রথমতঃ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা পরিচালিত সংখ্যালঘু বৌদ্ধ ছাত্র ও ছাত্রীদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হল—

পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী বৌদ্ধ ছাত্র ও ছাত্রীদের শিক্ষা কেন্দ্রিক বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা গুলি প্রধানত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুটি বিভাগ পরিচালনা করে থাকে, যথা— Minority Affairs & Madrasah Education Department (www.wbminorityaffairs.gov.in) এবং West Bengal Minorities' Development and Finance Corporation (www.wbmdfc.org)। Minority Affairs & Madrasah Education Department এর তত্ত্বাবধানে West Bengal Minorities Development and Finance Corporation দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাগুলি হল যথা—

১। Education Loan : খরচ সাপেক্ষ কিছু শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষত চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানেজমেন্ট, নার্সিং এবং আইন প্রভৃতি বিষয়ের জন্য স্বদেশে অধ্যায়নের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ২০ লক্ষ টাকা এবং বিদেশে অধ্যায়নের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ পাওয়া যায়।

২। Pre-Matric Scholarship : সর্বশেষ পরীক্ষায় ৫০ শতাংশ নম্বরপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র ও ছাত্রীরা এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। পরিবারের বার্ষিক আয় ১ লক্ষ টাকার মধ্যে থাকতে হবে।

৩। Post-Matric Scholarship : সর্বশেষ পরীক্ষায় ৫০ শতাংশ নম্বর প্রাপ্ত একাদশ শ্রেণী থেকে পি.এইচ.ডি. পর্যন্ত ছাত্র ও ছাত্রীরা এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। পারিবারিক বার্ষিক আয় ২ লক্ষ টাকার মধ্যে থাকতে হবে।

৪। Post Matric Stipend (Under Talent Support Programme) : শেষ পরীক্ষায় ৫০ শতাংশের কম নম্বর প্রাপ্ত একাদশ থেকে পি.এইচ.ডি. পর্যন্ত ছাত্র ও ছাত্রীরা এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। পারিবারিক বার্ষিক আয় ২ লক্ষ টাকার মধ্যে থাকতে হবে।

উপরিউল্লেখিত বৃত্তি ছাড়া আরও নানা বৃত্তি দেওয়া হয়ে থাকেন যেমন; Merit-cum-Means Scholarship, Swami Vivekananda Merit-cum-Means Scholarship Scheme প্রভৃতি। এছাড়া WBMDFC -এর তত্ত্বাবধানে নানা ধরনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ (Vocational Training Programme) ও সরকারি চাকরির প্রস্তুতির ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা সংখ্যালঘু বৌদ্ধ ছাত্র ও ছাত্রীদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হল—

ভারতবর্ষে বসবাসকারী বৌদ্ধ ছাত্র ও ছাত্রীদের শিক্ষা কেন্দ্রিক বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা পরিচালিত কয়েকটি বিভাগ পরিচালনা করে থাকে, যথা---Ministry of Minority Affairs (www.minorityaffairs.gov.in), National Minorities Development & Finance Corporation (www.nmdfc.org) ইত্যাদি। এই দুটি বিভাগ দ্বারা পরিচালিত কয়েকটি সুযোগ সুবিধা নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হল—

১। Maulana Azad Nation al Fellowship : M.Phil এবং Ph.D শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থনৈতিক দিক থেকে সাহায্যের জন্য এই বৃত্তিটি দেওয়া হয়ে থাকে। এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যের জন্য www.ugc.ac.in ওয়েবসাইট দেখতে হবে।

২। Begum Hazrat Mahal National Scholarship Schemes for 'Girsl' Students : সর্বশেষ পরীক্ষায় ৫০ শতাংশ নম্বরপ্রাপ্ত নবম শ্রেনী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীরা এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। পারিবারিক বার্ষিক আয় ২ লক্ষ টাকার মধ্যে থাকতে হবে।

৩। Padho Pardesh : স্নাতকোত্তর, এম.ফিল. এবং পি.এইচ.ডি. প্রভৃতি বিষয়ে বিদেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে এই প্রকল্পের আওতায় সর্বাধিক ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত শিক্ষালোন পাওয়া যায়। পারিবারিক বার্ষিক আয় ৬ লক্ষ টাকার মধ্যে থাকতে হবে।

৪। Nai-Udaan : Union Public Service Commission, State Public Service Commission, Central Staff Selection Commission দ্বারা পরিচালিত কিছু বিশেষ ধরনের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রাথমিক (Preliminary) পর্বে উত্তীর্ণ হলে এই প্রকল্পের মাধ্যমে অর্থনৈতিক দিক থেকে সাহায্য করা হয়। এই সাহায্যের মূল উদ্দেশ্য হল প্রধান (Main) পরীক্ষার ক্ষেত্রে ভালো করে প্রস্তুতি নেওয়া।

উপরে উল্লেখিত বিষয়ে আরও বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য 'নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন'-এর কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

প্রতিবেদক— শ্রী নবারুন বড়ুয়া, রামপুর, মহেশতলা।

---

## আমাদের আবেদন

(ক) বুদ্ধ পূর্ণিমাকে N. I. Act-এর আওতাভুক্ত( জাতীয় ছুটি হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা ক(ক।

(খ) পশ্চিমবঙ্গে উৎখনিত বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান সমূহের উৎখনন কার্য পরিচালনা এবং র(ণাবে(ণের দায়িত্ব দেওয়া হউক "Archaeological Survey of India"কে।

(গ) সরকারকৃত জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধ জনগণের সঠিক পরিসংখ্যান প্রতিফলিত হয়নি। আমাদের আবেদন আগামী জনগণনায়, বাঙালী বৌদ্ধদের সঠিক ধর্মীয় পরিচয় ও 'মঘ' উপজাতি পরিচয় নথিবদ্ধ করা হউক।

(ঘ) বিহার সরকারের "The Bodh Gaya Temple Act"—1949 অবিলম্বে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হউক এবং মহাবোধি মহাবিহার বিহারের পরিচালনাভার বৌদ্ধদের উপর ন্যস্ত হউক, তথা Management Committe-র Chairman বৌদ্ধদের মধ্যে হতে নির্বাচিত করা হউক।

(ঙ) পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষী বৌদ্ধ জনজাতিদের (ST-Magh) শংসাপত্র প্রদানে সরকারি কর্মী দ্বারা অযথা হয়রানি বন্ধ হউক এবং শংসাপত্র প্রদান প্রক্রি(য়া ত্বরান্বিত করা হউক।

(চ) সংখ্যালঘুদের জন্য কল্যাণমূলক সরকারি উদ্যোগে বৌদ্ধদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি/সমস্যাগুলি গু(ত্বসহকারে গ্রহণ করা হউক।

# জাতক

*এই সংখ্যা থেকে 'ফেডারেসন বার্তা' বৌদ্ধ সাহিত্যের একটি বিশেষ দিক (জাতক কাহিনী) পাঠকদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছে ধারাবাহিক পর্বের মাধ্যমে। জানা-অজানা জাতক কাহিনী পাঠক সমাজের জ্ঞান ভান্ডার বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে এই আশা রইল।*

সুত্তপিটকের খুদ্দকনিকায়ের দশম গ্রন্থ 'জাতক'। 'জাতক' শব্দের অর্থ যে জাত বা জন্মলাভ করেছে। কিন্তু পালি সাহিত্যে একমাত্র গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত বোঝাতেই 'জাতক' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। বোধিজ্ঞান লাভের পূর্বে বুদ্ধত্ব লাভের জন্য গৌতমকে জন্ম-জন্মান্তর ধরে দশটি পারমী (যথা— দান, শীল, নৈষ্ক্রম্য, বীর্য, ক্ষান্তি, মৈত্রী, সত্য, ভাবনা, অধিষ্ঠান ও উপেক্ষা) পূর্ণ করতে হয়েছিল এবং সেই জন্য শত শত বার জন্ম গ্রহণ করতে হয়েছিল। জাতক গ্রন্থে বোধিসত্ত্বরূপে গৌতম বুদ্ধের বিভিন্ন জন্মের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। মূল জাতক কাহিনী গাথায় রচিত হলেও বর্তমানে গাথা সহ গদ্য কাহিনী সংকলন করা হয়েছে। চুল্লনিদ্দেস ও চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের মতে জাতকের সংখ্যা ৫০০। অধ্যাপক ফৌসবল সম্পাদিত জাতক গ্রন্থে মোট ৫৪৭টি জাতক কাহিনী আছে।

বর্তমান পালি জাতক ৫টি অংশে বিভক্ত। কাহিনীর শুরুতেই মুখবন্ধে বুদ্ধ কখন, কোথায়, কোন্ ব্যক্তির, কোন্ ঘটনা প্রসঙ্গে জাতক কাহিনী বিবৃত হয়েছে, তা ব্যক্ত করেছেন, এই অংশের নাম পচ্চুপ্পন্নবত্থু বা বর্তমান কাহিনী, দ্বিতীয় অংশে বুদ্ধের অতীত কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। এই অংশের নাম অতীত বত্থু বা অতীত জন্ম কাহিনী। তৃতীয় অংশ হল গাথা। এখানে গদ্য-পদ্য মিশ্রিত অতীত বত্থুর পদ্যাংশ আছে। এরপর গদ্যে গাথার টীকা বা ব্যাখ্যা থাকে। এই অংশের নাম বেয়্যাকরণ। সর্বশেষে পচ্চুপ্পন্নবত্থুতে উল্লেখিত চরিত্রগুলোর সঙ্গে অতীতবত্থুর চরিত্রগুলোর সনাক্তকরণ গদ্যে বর্ণিত হয়। এই অংশের নাম সমোধান বা সমবধান।

জাতক কাহিনীগুলোর সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মূল অপরিসীম।

**অপন্নক জাতক—১**

তথাগত বুদ্ধ এক সময় শ্রাবস্তী নগরের নিকটবর্তী জেতবন বিহারে অবস্থান করছিনেল। তখন একদিন উপাসক শ্রেষ্ঠী অনাথপিন্ডদ (পালি অনাথপিন্ডিক) অন্যান্য গুরুর শিষ্য তাঁর পাঁচশত বন্ধু সহ প্রচুর উপহার নিয়ে জেতবন বিহারে উপস্থিত হলেন এবং ভগবান বুদ্ধকে সশ্রদ্ধ প্রণাম করে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করলেন। শাস্তার অলৌকিক বিভূতি দেখে ও মধুর ধর্মোপদেশ শুনে অনাথপিন্ডিকের বন্ধুরা তাঁর শরণ নিলেন। এরপর বুদ্ধ শ্রাবস্তী ত্যাগ করে রাজগৃহে গেলেন এবং প্রস্থান করা মাত্র ঐ পাঁচশত ব্যক্তি বুদ্ধশরণ ত্যাগ করে স্ব স্ব পূর্বশরণ গ্রহণ করলেন। সাত-আট মাস পর বুদ্ধ যখন রাজগৃহ থেকে শ্রাবস্তীতে ফিরে এলেন তখন অনাথপিন্ডদ পুনরায় পাঁচশত বন্ধুসহ বুদ্ধ দর্শনে জেতবন বিহারে উপস্থিত হলেন। পাঁচশত উপাসকের বুদ্ধশরণ ত্যাগের কথা বুদ্ধের অগোচর হল না। ভগবান উপাসকদের উপদেশ দিয়ে বললেন, "উপাসকগণ, পূর্বকালেও লোকে অশরণের শরণ নিয়ে যক্ষ অধুষিত কান্তারে বিনষ্ট হয়েছিল; কিন্তু যাঁরা সত্যের আশ্রয়ে সৎপথে চলেছিলেন, তাঁরা সেই কান্তারেই স্বস্তিলাভ করেছিলেন। তখন অনাথপিন্ডদের অনুরোধে বুদ্ধ সেই অতীত কাহিনী আরম্ভ করলেন।

প্রাচীনকালে বারাণসী নগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। সেই সসময় বোধিসত্ত্ব কোন এক বণিকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হলেন এবং পাঁচশ গরুর গাড়ীতে মালপত্র বোঝাই করে বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্য করতে যেতেন। তখন বারাণসীতে আরও একজন স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন তরুণ বণিক ছিল। সে কোন্ অবস্থায় কিরূপ উপায় অবলম্বন করতে হয় জানত না। একবার বোধিসত্ত্ব দূরদেশে বাণিজ্য করতে যাবে মনস্থির করেছে। এমন সময় শুনতে পেলেন সেই স্থূল বুদ্ধি সম্পন্ন নির্বোধ বণিকও পাঁচশ গাড়ী নিয়ে সেই দেশেই বাণিজ্য করতে যাবার আয়োজন করছে। একসঙ্গে দুইজনের এক হাজার গাড়ী, দুহাজার বলদের খাদ্য-পানীয়, এতজন লোকের খাবার, তাছাড়া একসঙ্গে এক পথে এতগুলো গাড়ী গেলে রাস্তাঘাট ভেঙ্গে নষ্ট হবার সম্ভাবনা এই সকল কথা বিবেচনা করে বোধিসত্ত্ব সেই নির্বোধ বণিককে ডেকে পাঠালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন একসঙ্গে না গিয়ে কে আগে বা কিছুদিন পরে যাত্রা করবে? বণিকটি ভাবলেন আগে গেলে রাস্তা ভাল থাকবে, গাড়ি চালাবার সুবিধা হবে, গরুর ঘাস আর খাদ্য-পানীয় যথেষ্ট পাওয়া যাবে এবং জিনিস ক্রয়বিক্রয়ের বেশী সুবিধা হবে। তাই সে আগে যাবে। বোধিসত্ত্ব ভাবলেন শেষে গেলেই সুবিধা, এই বণিকের গাড়ির চাকায় অসমান পথ সমান হবে, ওর বলদগুলি পাকা ঘাস খেয়ে নেবার পর ঐ সকল ঘাসের কান্ড থেকে যে কচি ঘাস বেড়বে সেইগুলো আমার বলদগুলো খাবে, কোথাও জলের অভাব হলে, ঐ বণিক যে সকল কূপ খনন করে যাবে সেগুলো থেকে আমারা জল পাব এবং ক্রয়বিক্রয়ের জন্য ওরা দ্রব্যের যে মূল্য ঠিক করে যাবে তাতে আমার সুবিধা হবে।

কিছুদিন পর সেই নির্বোধ বণিক পাঁচশ গাড়ি বোঝাই করে দূর দেশে বাণিজ্য করতে গেল কয়েকদিন পর লোকালয় ছেড়ে যক্ষ অধ্যুষিত ভীষণ নিরুদক কান্তারে উপস্থিত হল। এর ষাট যোজনের মধ্যে কোথাও জল নেই। বণিকের অনুচরেরা তাই প্রকান্ড জলপূর্ণ পাত্র গাড়িতে নিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। ক্রমে তারা কান্তরের মাঝখানে পৌঁছাল। সেখানে এক দূরভিসন্ধি সম্পন্ন যক্ষ বাস করত। সে চাইল বণিক, তার অনুচর ও বলদগুলোকে হত্যা করে তাদের মাংস খাবে। তাই যক্ষ মায়া বলে বিত্তশালী পুরুষের বেশ ধরলেন। তার মাথায় নীল ও শ্বেত পদ্মের মালা, কেশ ও বস্ত্র জলসিক্ত, শকটের চাকা কর্দমাক্ত যেন সে বৃষ্টিতে ভিজেছে। নির্বোধ বণিক সেই বিত্তশালী পুরুষবেশী যক্ষকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার দেখছি সব ভিজে, পথে কি বৃষ্টি হয়েছে? এখানে কি কোন পদ্মবন শোভিত জলাশয় আছে?" যক্ষরাজ বললেন, 'ঐ যে কিছুদূরে বন আছে ওখানে কেবলজল আর সর্বদাই বৃষ্টি হচ্ছে। আপনার শেষের গাড়ি খুব বোঝাই বলে মনে হচ্ছে, বোঝার ভারে বলদগুলো যেন আর চলতে পারছে না, ওতে কি আছে? জল? তাহলে জল ফেলে দিয়ে বোঝা হালকা করে এগিয়ে যান।" এই বলে যক্ষ তাঁর নিজ আস্তানায় চলে গেল। বণিক যরক্ষরাজের কথা বিশ্বাস করে সব জল ফেলে দিল। কিন্তু বহুদূরে গিয়েও জলের লেশমাত্র দেখতে পেল না। জলের অভাবে বণিক, অনুচরবর্গ, বলদগুলি কাতর হয়ে নির্জীব হয়ে গেল। সুযোগ বুঝে যক্ষরাজ অন্ধকারে ফিরে এল এবং মানুষ বলদ সমস্ত মেরে তাদের মাস খেয়ে চলে গেল।

বোধিসত্ত্ব নির্বোধ বণিকের প্রায় দেড়মাস পরে একই ভাবে পাঁচশ গাড়ি নিয়ে বাণিজ্য করতে বেড় হল। কয়েকদিন পর সেই যক্ষ অধ্যুষিত কান্তারে উপস্থিত হল। বোধিসত্ত্ব অনুচরদের উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমরা কেউ আমার অনুমতি ছাড়া জল ব্যবহার করবে না বা ফুল-ফল মুখে দিও না।" পূর্বের ন্যায় যক্ষরাজ বোধিসত্ত্বের সম্মুখীন হল। যক্ষরাজ একইভাবে বণিককে জলের প্রলভন দেখালেন কিন্তু বণিক উত্তর দিলেন, "দূর হ পাপিষ্ঠ, আমরা বণিক, স্বচক্ষে জলাশয় না দেখে আমরা কখনও সঞ্চিত জল ফেলে দিই না।" উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল বুঝে যক্ষরাজ চলে গেল। এরপর বোধিসত্ত্ব অনুচরদের বলল যক্ষের দূরাভিসন্ধির কথা। এরপর তারা কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে দেখল পূর্বের বণিকের মালপত্র, গাড়ি। তখন প্রত্যেকেই বোধিসত্ত্বের কথার প্রতি বিশ্বাস জন্মাল। অতঃপর বণিক গন্তব্যস্থানে গিয়ে দ্বিগুন-তিনগুন মূল্যে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে নিরাপদে স্বদেশে ফিরে এলেন।

বুদ্ধ এই অতীত কাহিনী শেষ করে বললেন, তখন দেবদত্ত ছিলেন সেই নির্বোধ বণিক; তাঁর শিষ্যরা ছিল সেই বণিকের অনুচরগণ; বুদ্ধশিষ্যরা ছিলেন বুদ্ধিমান বণিকের অনুচরগণ এবং আমি ছিলাম বুদ্ধিমান বণিক।

*কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ ঈশানচন্দ্র ঘোষ, বিনয়েন্দ্র চৌধুরী*

## পাত্র চাই/পাত্রী চাই

১। পাত্রী : গড়িয়া নিবাসী, সরকারি কলেজের Office Administration, কর্মরতা। বয়স- ২৬, শিক্ষা : B.Tech; উচ্চতা- $5'2\frac{1}{2}''$, যোগাযোগ : 9830470952

২। পাত্রী : গড়িয়া নিবাসী, এম.এ. বি.ই.ডি. সরকারী, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 9836548282।

৩। পাত্রী : হাওড়া নিবাসী, মাধ্যমিক, উচ্চতা- , সঙ্গীতে পারদর্শী। যোগাযোগ : 8420340686।

৪। পাত্রী : সুকান্ত পল্লী নিবাসী, বি.এ., বয়স-৩১, উচ্চতা- ইঞ্চি। রং ফর্সা, যোগাযোগ : 9433806800, 8981682114।

৫। পাত্র : Class X, বেসরকারী সংস্থায় চাকুরে, উচ্চতা- , বয়স-২৯, যোগাযোগ : 8420610907 / 7980185194.

৬। পাত্রী : বয়স ২২, উচ্চতা- , যোগ্যতা, বি.কম., দুর্গাপুর নিবাসী। যোগাযোগ : 9800678720।

৭। পাত্রী : গড়িয়া নিবাসী, MBBS ডাক্তার, বয়স-২৪, উচ্চতা- ফর্সা। যোগাযোগ : 9433797013 (সকল ৮-১১টার মধ্যে)।

৮। পাত্র : BA পাশ। বেলুড় (হাওড়া) নিবাসী। উচ্চতা- , পেশা : ব্যবসা, যোগাযোগ : 9674749102, 8420340586।

৯। পাত্রী : বিবেকনগর (শ্যামনগর) নিবাসী, সুশ্রী, বয়স-২১, বি.এ. (জেনারেল) পাশ। সুপাত্র চাই। যোগাযোগ : 8336904334।

১০। পাত্র : বেলঘরিয়া নিবাসী, B.Tech. সরকারী ব্যাঙ্কের অফিসার, বয়স-২৮, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 9674600827।

১১। পাত্রী : B.Tech, Officer Bank of Baroda, Height : , 28 yrs, Sodepur, 24 pgs (N), যোগাযোগ : 9231530113, 8981060950

১২। পাত্রী : সোদপুর নিবাসী, B.Tech, সরকারী ব্যাঙ্কের অফিসার, বয়স-২৮, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 9231530113

১৩। পাত্রী : টালিগঞ্জ নিবাসী, B.A. পাঠরতা। বয়স-২৩। যোগাযোগ : 9831598071 / 8272917387।

১৪। পাত্র : নিবাস ময়নাগড় (New Park), কলিকাতা-১৪১, বয়স-৩০, সুশ্রী, উচ্চতা- , M.Com., সরকারী চাকুরী। যোগাযোগ : 7890991230

১৫। পাত্রী : চাকদা-নদিয়া নিবাসী রেলওয়েতে ড্রাইভার, বয়স ২৭+ উচ্চতা- । যোগাযোগ : 9432437856

১৬। পাত্র : কলকাতা নিবাসী, সরকারী সংস্থার অফিসার, বয়স-৩৩, উচ্চতা- , শিক্ষা- BBE, LLB, যোগাযোগ : 8777638778 / 9810344356

১৭। পাত্রী : বেহালা নিবাসী, M.Com., পাশ, বয়স-৩২ বৎসর, পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্কের অফিসার। উচ্চতা- । যোগাযোগ : 7278430657

১৮। পাত্র : বয়স-৩৪, উচ্চতা- , রাজ্য পুলিশে কর্মরত, উচ্চমাধ্যমিক পাশ। নিবাস : দত্তপুপকুর, ২৪ পরগণা (উত্তর), যোগাযোগ : 9748255015

১৯। পাত্রী : MA (Geog), Hooghly (ব্যান্ডেল) উচ্চতা- , 26 yrs, যোগাযোগ : 9831878247

২০। পাত্র : গড়িয়া নিবাসী, MBA পাশ। কলকাতায় বেরসকারি সংস্থার Asst. Manager বয়স-৩৫, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 8334870803

২১। পাত্রী : বয়স ২৯, উচ্চতা , শিক্ষা-M.Com.; Dip. in Buddhist Studies (Tokyo Japan), বর্তমানে Bangalore-এ MNC-তে কর্মরত। যোগাযোগ : 9231439779।

২২। পাত্র : বয়স-৩০, উচ্চতা-5'11", শিক্ষা- BBA (বেসরকারি সংস্থায় Asst. Manager ), যোগাযোগ : 8981713184/8902863472।

২৩। পাত্রী : MA (Eng.) Burdwan, উচ্চতা- , বয়স 25 yrs, যোগাযোগ : 7557878231, 9641788621

২৪। পাত্রী : MA, B.Ed, Siliguri, বয়স 30 years, যোগাযোগ : 947558546

২৫। পাত্রী : B.Sc, উচ্চতা- , বয়স 27 yrs, Ichapur, যোগাযোগ : 9433242569

২৬। পাত্রী : B.Sc, , বয়স 25 yrs. Entally, যোগাযোগ : 9748908551, 9846425320

২৭। পাত্র : বয়স-৩০, উচ্চতা- , শিক্ষা- B.Tech (JNTU, Hyderabad), বর্তমানে আমেরিকায় MBA পাঠরত। যোগাযোগ : 9000666084 / 9163934609।

## পন্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে হেলথ চেকআপ ক্যাম্প

বিগত ২৭শে জুলাই পন্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবিরের ১১৯ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে সোসাইটির উদ্যোগে "ধর্মাধার শতবার্ষিকী ভবনের" সভাকক্ষে সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত বিনামূল্যে ব্লাডসুগার, ব্লাডপ্রেসার, ওজন এবং উচ্চতা পরীক্ষা তথা ডাক্তারের পরামর্শের একটি স্বাস্থ্য সচেতনতার শিবির আয়োজিত হয়। উক্ত শিবিরে এ ব্যতীত অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা যথাক্রমে ● Liver Function Test ● Lipid Projile ● Kidney Function Test ইত্যাদিরও ব্যবস্থা ছিল। শিবিরে উক্ত এলাকার প্রায় ৩৫ জন মানুষ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। ডা. অভী রাহা এবং Parikkhan Diagnostic Centre Polyclinic -এর সক্রিয় সহযোগিতায় শিবিরটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভবপর হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য "পন্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির" ব্যবস্থাপনায় প্রতি শনিবার বিকাল ৪টে থেকে রাত্রি ৮ পর্যন্ত বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা বিগত ৩ বৎসর যাবৎ চালু আছে।

5'5"

*প্রজ্ঞাজ্যোতি কল্যাণ ট্রাস্টের অন্যতম ট্রাস্টি এবং বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের উপাসিকা প্রয়াত দীপিকা বড়ুয়ার পুণ্যস্মৃতিতে ফেডারেশন বার্তার এই সংখ্যাটির ব্যয়ভার বহন করেছেন—*

**শ্রী সুপ্রিয় বড়ুয়া (পুত্র)**

**শ্রীমতি রীতা বড়ুয়া (কন্যা)**

**শ্রীমতি ববিতা বড়ুয়া (কন্যা)**

**৫০টি/১এ, পন্ডিত ধর্মাধার সরণি**

**কলকাতা-৭০০ ০১৫**

**শুভেচ্ছা দান ঃ ২ টাকা**

**সম্পাদক ঃ** শ্রী আশিস বড়ুয়া এবং নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠনের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক, ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া কর্তৃক ৫০টি/১এ, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী হইতে প্রকাশিত ও নিউ গীতা প্রিন্টার্স, কোলকাতা ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত